orca
old friends
OLD RAJSHAHI CADETS ASSOCIATION

একটি অরকা মুখপত্র
স্পান

SPAN—15; মার্চ '৯০ ঢাকা

১১ই ফেব্রুয়ারী ও নবীনবরণ

ছবি--স্বপন

প্রধান অতিথি ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন, বিশেষ অতিথি গিয়াস কামাল চৌধুরীর মধ্যে অরকা মহাসচিব খুরশীদ এবং অনুষ্ঠান সভাপতি ডঃ আহসানুল কবির।

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী ছিল রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের ২৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। এ উপলক্ষ্যে অরকা এক বিশেষ অনুষ্ঠানের এবং সেই সঙ্গে ২০তম ব্যাচের নবীনবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। নীলক্ষেতস্থ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী মিলনায়তনে এ সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী এবং দৈনিক ইত্তেফাক ও নিউ নেশন–এর সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি এবং বাংলাদেশস্থ ভয়েস অব আমেরিকার সংবাদদাতা বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী।

অতিথিদ্বয়ের আসন গ্রহণের পর কোরআন তেলওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব শুরু হয়। কোরআন তেলওয়াতের পর প্রধান অতিথি "অরকা মনোগ্রাম" পরিয়ে ২০তম ব্যাচের সদস্যদের আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করে নেন। এর পর নবীনদের পক্ষ থেকে স্মারক বক্তব্য রাখেন রাজু (২০)। তিনি তার বক্তব্যে অরকা'র যে কোন কর্মকান্ডে ২০তম ব্যাচের সক্রিয় ভূমিকা রাখার প্রতিশ্রুতি দেন। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন রফিক (১৫/৮২৭)। এর পর পুরাতন সদস্যদের মধ্যে থেকে বক্তব্য রাখেন মেজর (অবঃ) তানিম হাসান (১/১৮)। তিনি অপেক্ষাকৃত নূতন ব্যাচের সদস্যদের অরকা'র বিভিন্ন সাংগঠনিক ও সামাজিক কার্মকান্ডে অংশগ্রহণের ব্যাপারে হতাশা প্রকাশ করেন এবং তাদের আরও সক্রিয় হবার আহবান জানান। এর পরই বক্তব্য রাখেন অরকা মহাসচিব আ, ফ, ম, খুরশীদ (২/৫১)। তিনি ক্যাডেট কলেজ সৃষ্ট শৃংখলা ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাতীয় জীবনে প্রয়োগের জন্য অরকা সদস্যদে আহবান জানান। তিনি অরকা'র বিভিন্ন কর্মকান্ডের একটা চিত্র তুলে ধরেন এবং বিপুল করতালির মাধ্যমে সমাজে স্বেচ্ছা রক্তদান কে আরও গতিশীল করার জন্য অরকা ব্লাড ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সংকল্প ব্যক্ত করেন। এ ব্যাপারে তিনি সকল সদস্যের সহযোগিতা কামনা করেন। বিশেষ অতিথি গিয়াস কামাল চৌধুরী তার বক্তৃতায় বলেন, বিংশ শতাব্দীর এ যুগে পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্র যখন শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছে তখন আমরা ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আমাদের শিক্ষার হার কমে যাচ্ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে চলছে ব্যাপক নৈরাজ্য। তিনি সবাইকে, বিশেষ করে প্রাক্তন ক্যাডেটদের সমাজকে অস্থিরতা মুক্ত করতে এগিয়ে আসার আহবান জানান। তিনি অরকা'র বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ড জাতির সামনে তুলে ধরতে সাংবাদিক সমাজের সক্রিয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

প্রধান অতিথি ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন তার ভাষণে বলেন, নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক বৃদ্ধি করার পাশাপাশি অরকা যেভাবে জনকল্যাণমূলক কাজে আত্ম নিয়োগ করেছে তা সত্যই প্রশংসনীয়। বিশেষ করে স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচীকে বাংলাদেশে জনপ্রিয় করে তো'লার ক্ষেত্রে অরকা'র অবদানের কথা তিনি স্মরণ করেন। তিনি বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত প্রাক্তন ক্যাডেটদের দেশ গড়ার কাজে আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করার অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, শুধুমাত্র সেবামূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে জনগণের ভাগ্য উন্নয়ন সম্ভব নয়, সমাজের বিভিন্ন স্তরের অন্যায়, দূর্নীতির বিরুদ্ধেও জনমত সৃষ্টি করতে হবে এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। তিনি অরকা'র যে কোন সামাজিক কর্মকান্ডে তার সাহায্য সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

অনুষ্ঠান সভাপতি, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ আহসানুল কবীর (২/৩৬) শত ব্যস্ততার মাঝেও সময় করে উপস্থিত হ বার জন্য অতিথিবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। অতিথিদের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তিনি দেশগঠনে অরকা সদস্যদের সক্রিয় অংশ গ্রহণের আশ্বাস দেন। সর্বশেষে অনুষ্ঠান সভাপতি অতিথিদ্বয়কে অরকা'র ক্রেস্ট উপহার দেন। আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে আগত অতিথি সকল, সদস্যদের সাথে নৈশ্যভোজে শরিক হন।

নৈশ্য ভোজান্তে অতিথিদের বিদায় পর্বের পর শুরু হয় ঘরোয়া অনুষ্ঠান। প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানে বেশ বিলম্ব ঘটায় ঘরোয়া অনুষ্ঠান তেমন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এ অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল "অতন্দ্র ও নিশ্চিত র‍্যাফেল" এর ড্র'। র‍্যাফেল–এর সমস্ত পুরস্কার অতন্দ্র ও নিশ্চিতের মেজর (অবঃ) টি, এম, সি (২/৫৮) প্রাচ্যের ভেনিস খ্যাত 'ব্যাংকক' থেকে এনেছিলেন। র‍্যাফেল অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মিসেস তালেবুল মাওলা এবং সাদিরুল (২/৪৭) তনয়া সাইকি, তাকে কুপন তুলতে সাহায্য করেন। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর এ অনুষ্ঠানের অন্যতম দিক ছিল, সকল ব্যাচের সদস্যদেরউপস্থিতি।

আগামী ১১ই ফেব্রুয়ারী তথা রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে সকল সদস্য/সদস্যদের উপস্থিতি কামনা করছি।

টুকিটাকিঃ

x রূপালী পর্দায় অরকাঃ

প্রথমবারের মত অরকা কার্যক্রম রূপালী পর্দায় শোভা পেয়েছে। ডি, এফ, পি কর্তৃক রূপালী পর্দার দর্শকদের জন্য প্রচারিত "গত সপ্তাহে বাংলাদেশ" এর জন্য ডি, এফ, পি অরকা আয়োজিত ১১ই ফেব্রুয়ারীর এ অনুষ্ঠানটি রেকর্ড করেছে।

x দুঃশ্কাশঃ

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও ২০তম ব্যাচের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে আগত সকল সদস্য/সদস্যাদের বিশেষ খোঁজ খবর না নিতে পারায় এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে খাবারের মান আশানুরূপ না হওয়ায় অরকা ই, সি বিশেষভাবে দুঃখিত। অন্যদিক "অতন্দ্র ও নিশ্চিত র‍্যাফেল" সুষ্ঠভাবে আয়োজন করতে না পারায় অরকা ই, সি অতন্দ্র ও নিশ্চিত স্বত্তাধিকারী মেজর (অবঃ) মাওলা ও মিসেস মাওলা'র নিকট বিশেষভাবে দুঃখিত।

x পুরস্কার বিজয়ীরাঃ--

"অতন্দ্র ও নিশ্চিত র‍্যাফেল" বিজয়ীরা হচ্ছেন শিহাব (১৯/১০৩০) লুলু (১২/৬৮৮) জসীম (৯/৬৪১) ফারুক (১৬/৯১৬) সামির (সাদিরুল তনয়)–তিনটি, সিদ্দীক (২/৫৩) প্রমুখ।

অনুষ্ঠানকে সুন্দর সার্থক করতে সহযোগিতা করার জন্য অরকা'র পক্ষ থেকে জনাব রফিক, মিলু (১৯/১০৬১), মিলন (১৮/১০১৪) , সিরাজুল (১৮/৯৮৮), আসাদ (১৮/৯৭৮) কে বিশেষ ধন্যবাদজানানোহচ্ছে।

স্প্যান

সম্পাদকীয়

সময় বয়ে যাবার সাথে সাথে এগিয়ে আসছে '৯১ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী। রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের ২৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। আনন্দের বার্তা– রজত জয়ন্তী। সত্যিই আনন্দের। কিন্তু সেই আনন্দে যেন আমরা একেবারে অন্ধ না হয়ে পড়ি। যাকে ঘিরে আমাদের এই আনন্দ সেই রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, তদানীন্তন আইয়ূব ক্যাডেট কলেজের স্থপতিরা অনেকেই আমাদের মাঝে বেঁচে নেই আবার অনেকেই নিজেকে গুটিয়ে রেখেছেন-- আমাদের দৃষ্টির আড়ালে। রাজশাহী ক্যাডেট কলেজকে বর্তমান অবস্থানে আনতে বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে উৎসর্গ করেছেন তাদের জীবন এবং মূল্যবান সময়কে। শিক্ষক থেকে শুরু করে নিম্নশ্রেণীর কর্ম চারী, সকলের মিলিত আন্তরিক প্রচেষ্টার ফল--আজকের বিকশিত রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ। এ ২৫ বছরে রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ দেশকে কি দিতে পেরেছে না পেরেছে, সে সম্বন্ধে দেশবাসী অবগত আছেন। তবে এতটুকু নিঃশঙ্কোচে বলা যায়-- চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কলেজের বর্তমান রূপ আমাদের তথা সকল দর্শণার্থীর দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এ রূপকে প্রষ্ফুটিত করতে কিছু নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীকে অনেক অনেক ঘাম ঝরাতে হয়েছে। তাদের ঝরা ঘামের ছোঁয়ায় সজীব হয়ে উঠেছে রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের সবুজপ্রান্তর।

তেমনিভাবে যাদের জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হয়ে প্রাক্তন ক্রাডেটরা দেশ–বিদেশে নাম–যশ–খ্যাতি অর্জন করেছেন, সে সকল শিক্ষকদের ঋণ কোনদিন শোধ হবার নয়। ক্যাডেটদের তারুণ্যের উশৃঙ্খলতায় অনেক সময় তাঁরা কষ্ট পেয়েছেন আবার কখনও চোখ বেয়ে এসেছে অশ্রু। কিন্তু কখনও তাঁরা ক্যাডেটদের অমঙ্গল কামনা করেননি। বরং রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ প্রীতির কাছে হার মেনেছে তাদের অন্তরের সৃষ্ট ক্ষোভ ও দুঃখ। এমনিভাবে প্রত্যেকটি কর্মচারীই একান্ত আপনের মত করে গড়ে তুলেছেন রাজশাহী ক্যাডেট কলেজকে এবং সেই সঙ্গে ক্যাডেটদেরকে।

তাই আসন্ন আনন্দ উৎসবের আনন্দ থেকে কেউই যেন বঞ্চিত না হন-- সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। একদিনের জন্যও যে সকল শিক্ষক কর্মচারী–এর আঙ্গিনায় পা রেখেছেন তাদেরসহ সকল শিক্ষক ও কর্মচারীর মধ্যে বিলিয়ে দিতে হবে– এই আনন্দ। আজ সময় এসেছে তাদের অবদানকে স্বীকৃতি দেয়ার। কিন্তু তাদের অনেকেই আজকে আমাদের মাঝে নেই, আবার যারা কিনা আমাদের মাঝে আছেন তাদের অনেকেরই খোঁজ–খবর আমরা জানিনা। তাই তাদের সন্ধান করার এখনই প্রকৃত সময়। হাজারও ভীড়ের মধ্যে তাদের খুঁজে বের করতে হবে, হাজির করতে হবে আসন্ন আনন্দ উৎসবে, দিতে হবে তাদের রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ গড়ার স্বীকৃতি। আর এটিই হচ্ছে আসন্ন রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের রজত জয়ন্তীতে আমাদের প্রধান করণীয়। আর এ জন্য সকলের সহযোগিতার প্রয়োজন। বিশেষ করে প্রয়োজন, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের বর্তমান প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার। তাই এই মহতী উদ্যোগকে এগিয়ে নিতে বর্তমান প্রশাসনের সাহায্য সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করছি। পরিশেষে সকলের জন্য রইল ঈদের আগাম শুভেচ্ছা।

পিকনিক '৯০

গত ৫ই জানুয়ারী অরকা'র নিয়মিত অনুষ্ঠান বাৎসরিক পিকনিক, সাভার মিলিটারী ডায়রী ফার্মের সুদৃশ্য পিকনিক স্পটে অনুষ্ঠিত হয়। গতবারের পিকনিক স্পটের দূরত্বের কথা চিন্তা করে এবার ঢাকার কাছাকাছি একটা নিরিবিলি স্পটের খোঁজ হচ্ছিল বেশ কিছুদিন থেকেই। সেদিক থেকে সাভারের এই স্পটটি ছিল চমৎকার। সাভারস্থ অরকা'র সামরিক বাহিনীর সদস্যদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে স্পটটি আরও সুন্দর হয়ে উঠে।

এবারের পিকনিকটি ছিল একটু ব্যতিক্রম ধর্মী। যাত্রা শুরু হতে বাঙ্গালী টাইমের সচারাচার যে একটা প্রভাব দেখা যায় এবার ঠিক তেমনটি ছিল না। নির্ধারিত সকাল ৮ টায় সদস্যদের নিয়ে দু'টি প্রগতির বাস গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হয়। টি, এম, সি'র মাইক্রোবাসেও অনেকে স্থান নিয়েছিলেন। আবার অনেকে নিজ দায়িত্বে নিজ

স্প্যান পরিষদ

প্রধানউপদেষ্টাঃ
- আ, ফ, ম, খুরশীদ (২/৫১)
  মহাসচিব, অরকা
- বিশেষউপদেষ্টাঃ
  ফজলে আলমগীর (১১/৫৮০)
  মোঃ আব্দুল মোকাদ্দেম (১৩/৭১১)
- সম্পাদকঃ
  সাহাবুদ্দীন সরকার স্বপন (১৬/৯০৪)
- সহযোগী সম্পাদকঃ
  সোহেল হোসেন (১৬/৮৭৮)
  আসাদুল ইসলাম (১৮/৯৭৮)
- বিশেষসংবাদদাতাঃ
  আব্দুল হামিদ (১/১) (উত্তর আমেরিকা)
  কামরুল (৩/১৩৯(উলফাত (৪/১৯১)
  লাইক (৫/২১৪)
  শিবলী (৬/২৮৪) টিউলিপ (৭/৩৩৪) রঞ্জু (৮/৪০৯)
  রহমতুল্লাহ (৯/৪৭৩) দুলাল ১০/৫৫৪)
  ও তৈমুর (১০/৫৭৭)
  ইতু (১১/৬৩৮) রুমি (১২/৬৫০) কামাল (১৩/৭১১)
  পরাগ (১৪/৭৭৭) রফিক (১৫/৮২৭)
  জুপিটার ১৯/১০৩০) সাকলাইন (২০/১০৭৫)
  মারিয়াম (প্রেসিডেন্ট , ওমেক)

কম্পোজঃ–
ম্যাসিভ কম্পিউটার সিস্টেমস্
৯১/৫, জিন্নাত ম্যানশন
নিউ এলিফ্যান্ট রোড, (৪র্থ তলা)
ঢাকা।

চিত্রে পিকনিক '৯০

তারিক হাউজ দলনায়ক অরকা মহাসচিব খুরশীদ(২/৪১) প্রধান অতিথি মিসেস মাহফুজা(ভাইস প্রেসি অরকা)(১/২৯) এর কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন।

আন্তঃ হাউজ ভলিবল এর একটি উত্তেজনাকর মুহূর্ত।

অরকা জাতকদের দৌড় প্রতিযোগিতা।

মিউজিক্যাল বল' প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন কারী সদস্যা / ভাবীরা।

গাড়ী নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। যাত্রার শুরুতেই মিজান (৪/১৫২) এর কন্ডাকটরী বেশ আনন্দ দেয়। অল্প সময়ের রাস্তা হওয়ায় প্রাকৃতিক কার্যাদি সম্পাদনের জন্য কোনরূপ বিরতি ছাড়ায় সকাল ন'টার দিকে পিকনিক কাফেলা স্পটে পৌছে যায়। স্পটে পৌছেই চাঁপাই নবাবগঞ্জের ভাষা কানে ভেসে আসে। মেজর জাকারিয়া (১/৩৩) এর নেতৃত্বে সাভারস্থ অরকা'র সামরিক সদস্যরা স্পটে পিকনিক কাফেলাকে অভ্যর্থনা জানান। ইতিমধ্যেই সেখানে শোভা পাচ্ছিল বিশাল প্যান্ডেলের নীচে বসার সুব্যবস্থা, ডেক সেটের গমগম আওয়াজ (নট হাওয়া হাওয়া), খেলার জন্য ক্রিকেট, ফুটবল ও ভলিবল সামগ্রী। মহিলা সদস্যা অর্থাৎ ভাবীদের জন্য মধ্যহ্ন ভোজের আগে কোন খেলাধূলার ব্যবস্থা না থাকায় সে সময়টা তারা নিজেদের মধ্যে শাড়ী ও কসমেটিকস্‌সের গল্প দিয়ে কাভার দিয়ে দেন। অন্যদিকে রান্নার পাশাপাশি চলতে থাকে ক্রিকেট খেলা। পিচ না থাকায় বৃদ্ধ বয়সে দাঁত ভাঙ্গার ভয়ে সিনিয়র সদস্যরা কেউ অবশ্য ক্রিকেট খেলেননি। জুনিয়র সদস্যদেরই ভিড় ছিল সেখানে। এদের মধ্যে আবার বর্তমান ক্যাডেটরাই ছিল বেশী। সিনিয়র সদস্যরা মশগুল ছিলেন আন্তঃ হাউস ভলিবল প্রতিযোগিতা নিয়ে। প্রথম ম্যাচটি শুরু হয় খালিদ হাউস ও কাশিম হাউসের মধ্যে। এ দু'দলের অধিনায়ক ছিলেন যথাক্রমে সাদিরুল ইসলাম (২/৪৭) এবং মিজান (৪/১৫২), প্রথম ম্যাচে কাশিম হাউস ২-১ সেটে খালিদ হাউসকে পরাজিত করে। এর পরের ম্যাচে অরকা মহাসচিব খুরশীদ (২/৪১) এর নেতৃত্বে তারিক হাউস এক তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতাপূর্ণ খেলায় ২-১ সেটে কাশিম হাউসকে পরাজিত করে। খেলা চলাকালীন-সময়ে সদস্যদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখে সত্যিই মনে হচ্ছিল এ খেলা কলেজ ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তৃতীয় ও সর্বশেষ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় তারিক হাউস ও খালিদ হাউসের মধ্যে। মেজর জাকারিয়ার প্রকাশ্য পক্ষ পাতিত্ব খালিদ হাউসকে ম্যাচ জিততে সাহায্য করলেও পয়েন্ট সমান হওয়ার কারণে লটারীতে তারিক হাউসেরই জয় হয় এবং সেই সূত্রে প্রথম বারের মত ক্যাম্পাসের বাইরে অনুষ্ঠিতব্য আন্তঃ হাউস ভলিবল প্রতিযোগিতা তারিক হাউস চ্যাম্পিয়ন হয়। ভলিবল খেলার পর জুমার নামাজান্তে শুরু হয় ভোজের পালা। ভোজের মান ছিল বেশ ভাল। সাদিরুল ইসলাম (২/৪৭) এর তত্বাবধানে ভোজ পর্ব সুষ্ঠভাবেই শেষ হয়।

ভোজের পর শুরু হয় অবশিষ্ট খেলাধূলা। প্রথমে অনুষ্ঠিত হয় অরকা জাতকদের দৌড় প্রতিযোগিতা। এর মধ্যে একটি (১-৩) বছর বয়স্কদের জন্য, অপরটি (৩-৫) বছর বয়স্কদের জন্য। এতে সাভার এরিয়া দলের স্পষ্ট প্রাধান্য

দেখা যায়। মেজর জাকারিয়া তনয়/তনয়া ৬টি পুরস্কারের মধ্যে ৩টি পুরস্কারই জিতে নেয়। অবশিষ্টগুলির মধ্যে একটি মাহফুজ (১/২৯) তনয়া, ১টি মেজর ইস্কান্দার তনয়, (অতনু) এবং আমিনুল ইসলাম (১/২৫৮) তনয়া। এর পরে শুরু হয় ভাবীদের জন্য মিউজিক্যাল বল। গতবারের শীর্ষ বাছাই সাদিরুল(২/৪৭)ভাবীর এবার ভরাডুবী ঘটে। সবাইকে অবাক করে দিয়ে পুরস্কার জিতে নেন শিবলী (৬/২৮৪) ভাবী(যার প্রিয় প্রাণী ইঁদুর), মুকুল(২/৭৩) ভাবী এবং আমিনুল ইসলাম (১/২৫৮) ভাবী।

সর্বশেষ প্রতিযোগিতা ছিল 'হাড়ি ভাঙ্গা প্রতিযোগিতা। এতে হাড়িডোনা (২/৫৮) উপস্থিত থাকলেও হাড়ি গুলিট(২/৭৪) ছিলেন অনুপস্থিত। তাছাড়া হাড়িডোনার ফর্ম ছিল হতাশাজনক। এবারে হাড়িভাঙ্গায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে মাহবুব (১৫/৮৫২) 'হাড়ি অফ দি ইয়ার'–এর পুরস্কার জিতে নেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হন যথাক্রমে মেজর ইস্কান্দার (২/৬৩) এবং শিবলী (১৫/৮১৪)। খেলাশেষে শুরু হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন মাহফুজ (১/২৯) ভাবী। পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানের পর অরকা মহাসচিব খুরশীদ (২/৫১) এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন এবং আগামী রজত জয়ন্তীতে সকল সদস্যদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ ও সাহায্য সহযোগিতা কামনা করেন। অনুষ্ঠান সভাপতি অরকার ১ম ভাইস প্রেসিডেন্ট মাহফুজুল হক (১/২৯) উপস্থিত সদস্যদের ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন এবং পিকনিক '৯০ এর সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

টুকিটাকিঃ

ধন্যবাদজ্ঞাপনঃ

পিকনিক '৯০ সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সহযোগিতা করার জন্য অরকার পক্ষ থেকে আমিনুল ইসলাম ভূইয়া (১/২৫৮) মেজর জাকারিয়া (১/৩৩) মেজর পারভেজ (৬/২৯২) ক্যাপ্টেন তারিক(১৪/৭৫৩) ক্যাপ্টেন আরিফ (১১/৬৩৭) ক্যাপ্টেন ব্রায়েজিদ (১৪/৭৯২) এবং লেঃ আফতাব (১৬/৯০৬) কে বিশেষ ধন্যবাদ জানানো হচ্ছে। উল্লেখ্য আমিনুল ইসলাম ভূইয়া (১/২৫৮) এবং মেজর জাকারিয়া (১/৩৩) যৌথ ভাবে স্পটের রেজিষ্ট্রেশন ফি দিয়ে অরকা'কে সহযোগিতা করেন। এ ছাড়াও ধন্যবাদ জানাচ্ছি মেজর শরাফাত (প্রাক্তন এ্যাডজুটেন্ট), গোলাম সিদ্দিক (৩য় বর্ষ ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাঃ বিঃ), রঞ্জু (১৭/৯৪৮), মিলন (১৮/১০১৪), নাভিদ ২০/১১২১), আশরাফুল্লাহ (২০/১১২৩), শিহাব ১৯/১০৩০) সালেক (১৬/৯০১), সোহেল (১৬/৮৭৮), আসাদ (১৮/৯৭৮) এবং গোলজার (১৮/৯৫৮)কে।

বর্তমান ক্যাডেটদের সর্বোচ্চ উপস্থিতিঃ এবারের পিকনিকে বর্তমান ক্যাডেটদের উপস্থিতি ছিল এ যাবত কালের পিকনিকের মধ্যে সবচেয়ে বেশী।

মহিলা রেফারীঃ হাড়িভাঙ্গা প্রতিযোগিতায় প্রথম বারের মত মহিলা রেফারী নিয়োগ করা হয়। এবারে এ প্রতিযোগিতায় রেফারী ছিলেন মিসেস ইস্কান্দার (২/৬৩)

র‍্যাফেলবিজয়ীরাঃ হচ্ছেন মেজর ইস্কান্দার তনয় অতনু--২টি মাহফুজ(১/২৯) কন্যা, সাইফুল ইসলাম (৩/১১৯), জহিরুল ইসলাম (১৩/৭১৮) ক্যাপ্টেন তারিক (১৪/৭৫৩) প্রমুখ।

অকশান বিজয়ীঃ এবারের অকশান বিজয়ী হয়েছেন মাহফুজ (১/২৯) কন্যা।

ক্রিকেটঃ ক্রিকেট খেলায় স্বপন (১৬/৯০৪) একাদশ কামাল (১৩/৭১১) একাদশকে নির্ধারিত ১৫ ওভারের খেলায় ৮রানে পরাজিত করে। কামাল একাদশের পক্ষে লিটন (১৬/৮৬৮) ৫টি উইকেট পেয়ে সর্বোচ্চ বোলিং নৈপুন্য দেখিয়ে বেস্ট বোলার এর পুরস্কার জিতে নেন।

ম্যান অফ দি ম্যাচ নির্বাচিত হন স্বপন একাদশের বর্তমান ক্যাডেট রানা ( )।

ভিডিওঃ পুরো অনুষ্ঠানটি ভিডিও ক্যামেরা বন্দী করে রাখেন আর্কিটেক্ট সেলিম (২/১৩৮)। এজন্যে তাকে বিশেষ ধন্যবাদ।

কনভেনর, রজত জয়ন্তী উদযাপন কমিটিঃ অনুষ্ঠানে তালেবুল মাওলা–চৌধুরী(২/৫৮) কে রজত জয়ন্তী উদযাপন কমিটির কনভেনর করার মহাসচিবের একটি প্রস্তাব উপস্থিত সকল সদস্যদের সমর্থনে গৃহীত হয়। এরপর নির্বাচীত কনভেনর সকলের সক্রিয় সহযোগিতা চেয়ে সংক্ষিপ্তবক্তব্যরাখেন।

কিছু কথাঃ এবারের পিকনিকে আমরা সবাই আনন্দ করেছি। নিঃসন্দেহে অরকা'র অন্যতম উপভোগ্য পিকনিক– যা উপরের বর্ণনা থেকে আঁচ করা যায়। কিন্তু পিকনিকের এ আনন্দ জোগাতে অরকা'র হাতে গোনা ক'জন সদস্যকে অফিস বাদ দিতে হয়েছে, ক্লাস ফাঁকি দিতে হয়েছে, পরীক্ষার দুঃশ্চিন্তা নিয়ে কাজ করতে হয়েছে। তাই আসুন রজত জয়ন্তীর আনন্দ উৎসবকে সফল করতে আর এভাবে নয়, বিশ্বাসী হই এই শ্লোগানে– "Let all of us work together"

উত্তর আমেরিকা সংবাদ

–প্রতিবেদক– আব্দুল হামিদ (১/১)

x আনোয়ার চৌধুরী (৯/৪৮৩) বর্তমানে নিউজার্সির মিডল্যান্টিক ব্যাংক–এ অ্যানালাইস্ট হিসাবে কর্মরত। গত ১০'১০'৮৯ তারিখে আনোয়ার পত্নী ইয়াসমিন চৌধুরী (গালর্স ক্যাডেট) এক কন্যা সন্তান লাভ করেছেন। নাম– সারাহ চৌধুরী (শান্তা)। সুপার ক্যাডেট !

x মাহবুব আহসান, তাসলিম (৯/৪৯২) বর্তমানে ফ্লোরিডার ওয়েষ্ট পাম সৈকতে ব্যবসারত। তার বিদেশীনী পত্নী স্টিফেনী আহসান গত নভেম্বর মাসে এক কন্যা সন্তান লাভ করেছেন। নাম–সিমেনথা আহসান।

x আব্দুল লতিফ (১০/৫৪৪) পত্নী সেলিয়া গত ২৯শে জানুয়ারী রাত ১২টায় এক পুত্র সন্তান লাভ করেছেন। নামঃ-'শোন'।

x মোঃ আজমিরী (৯/৪৯৪) সম্প্রতি তড়িৎ প্রকৌশলে স্নাতক শেষ করেছেন। গত ডিসেম্বরে তিনি তার আত্মীয়– স্বজনদের সাথে মিলিত হতে বাংলাদেশে এসেছিলেন।

x জাহিদ ইকবাল, টিংকু (৯/৪৮৭) সম্প্রতি বিজনেস ম্যানেজমেন্টে পি, এইচ, ডি, লাভ করেছেন এবং বর্তমানে হিউস্টোন টেক্সাসের সাউথ ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করছেন। পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হবার উদ্দেশ্যে এ বছরের শেষে দেশে আসার সম্ভবনা রয়েছে। গণভোজের সংকেত পাওয়া যায়।!

x কাজী আহসানুল হক মানিক (৮/৪০৭) গত নভেম্বরে উত্তর আমেরিকা থেকে বাংলাদেশে এসেছিলেন কিন্তু ব্যস্ততার জন্য অরকা পিকনিক '৯০–এ অংশ নিতে পারেননি।

x ডঃ আব্দুল আউয়াল (৩/৩৮১) গত ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশে এসেছিলেন বিশ্ব এজতেমায় যোগ দিতে। তিনি আমেরিকার, টেলিফোন এবং টেলিকমিনিকেশন্ এর Bell ল্যাবরেটরীজের একজন রির্সাচ সাইন্টিস্ট। দেশে অবস্থান কালীন অরকা মহাসচিবের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়।

x রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের প্রতিষ্ঠা কালিন প্রাক্তন শিক্ষক ডঃ শাহজাহান অরকা উত্তর জোন আয়োজিত কলেজের ২৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে অংশ নিতে গত জানুয়ারী মাসে বাংলাদেশে এসেছিলেন। অনুষ্ঠানের একটি অংশ হিসেবে তিনি রেজাউল (৩/১৩১) ডঃ শাহআলম (১/১৬) এবং অন্যান্য অরকা সদস্যদের সাথে রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ ভ্রমণ করেন। তিনি আমেরিকায় মেনফিস ষ্টেট ইউনিভার্সিটির একজন অধ্যাপক। বর্তমানে 'সুপার কন্ডাক্টর' নিয়ে গবেষণা করছেন। তিনি লস এঞ্জেল্স এর বিখ্যাত ন্যাশনাল ল্যাবরেটরীর একজন এসোসিয়েট মেম্বার।

x প্রতিনিয়ত অবস্থান পরিবর্তনের কারণে ইমরান হোসেন (১/২৬০) এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা উত্তর আমেরিকা শাখার জন্য দুরূহ হয়ে পড়েছে যা আব্দুল হামিদ, কো–অরডিনেটর অরকা উত্তর আমেরিকা জোন, মন্তব্য করেছেন।

x হাবিব রহমতুল্লাহ সিদ্দিকী (২/৪৮) সম্প্রতি পি, এইচ, ডি লাভ করেছেন এবং পেনাসিল ভানিয়ার বিখ্যাত Rohm & Hass কোম্পানীতে যোগদিয়েছেন।

x গোলাম সরওয়ার (৪/১৫১) অতি সম্প্রতি 'জিওলজি'তে পি, এইচ, ডি, লাভ করেছেন এবং

এবং চলতি মার্চ মাসেই পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হচ্ছেন। ভাবী স্ত্রী নিউইয়র্কে বসবাসরত। আমরা তার সুখী দাম্পত্য জীবন কামনা করছি

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত যে উত্তর আমেরিকা শাখা কর্তৃক অরকা স্কলারশীপ ফান্ডের জন্য বরাদ্দকৃত ৩৪০ ডলার এর ডোনারদের নাম গত স্প্যান-১৪ সংখ্যায় দিতে পারিনি। তাই অরকা স্কলাশী ফান্ড '৮৯ এর জন্য অর্থ বরাদ্দকারী উত্তর আমেরিকা সদস্যদের নাম ও বরাদ্দের পরিমাণ এবং সেই সঙ্গে '৯০ সালের জন্য এ পর্যন্ত উঠানো টাকার ডোনার সদস্যদের নাম ও বরাদ্দের পরিমাণ দেয়া হলঃ-

১৯৮৯

ইরতেজা (১৩/৭৪৯)	১০০ ডলার
ডঃ খুরশীদ (১/১৫)	৫০ ডলার
মানিক (৮/৪০৭)	৩০ ডলার
আফজাল ইবনে নূর (৩/৯৩)	৩০ ডলার
ডঃ খালেদ (প্রাক্তন শিক্ষক)	৫০ ডলার
আব্দুল হামিদ (১/১)	৫০ ডলার
নাম প্রকাশের অনিচ্ছুক সদস্য	৩০ ডলার
মোটঃ-	৩৪০ডলার।

১৯৯০

মিফতাউল আমিন (৪/১৪৫)	৩০ ডলার
হালিমুর রহমান খান (৫/২১৬)	১৫ ডলার
আব্দুল হামিদ (১/১)	৫০ ডলার
আফজাল নূর (৩/৯৩)	২০ ডলার (প্রতিমাসে)

ব্যাচ সংবাদ

১ম ব্যাচ

x আব্দুল হামিদ (১/১) আগামী জুলাই মাসে আমেরিকা থেকে দেশে বেড়াতে আসছেন। অরকা সদস্যদের দাবী-তিনি যখনই দেশে আসুন না কেন, ১১ই ফেব্রুয়ারী '৯১ -এ সবাই তাকে বাংলদেশেদেখতেচান।

২য় ব্যাচ

x মোশাররফ হোসেন(২/৩৭) পেশাগত ট্রেনিং শেষে সম্প্রতি ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফিরেছেন। উল্লেখ্য এ সম্পর্কে একটি ভুল সংবাদ গত সংখ্যায়দেয়াহয়েছিল।

ডঃ আহসানুল কবীর (২/৩৬) সকল উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে গত ১৬ই মার্চ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। বৌ, সাদত করটিয়া কলেজের ছাত্রী। নব দম্পতিকে বিবাহোত্তর সম্বার্ধনা দেয়ার জন্য দ্বিতীয় ব্যাচের পক্ষ থেকে তালেবুল মাওলা তার বাসায় গত ২১ শে মার্চ সন্ধ্যায়, এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে নব দম্পতি এবং মাওলা দম্পতি ছাড়াও আরও উপস্থিত ছিলেন জাহিদ হাসান (২/৪৫) দম্পতি, সালাউদ্দিন (২/৩৬) দম্পতি, অরকা মহাসচিব এফ এ এম খুরশীদ (২/৫১), গালিভ সাত্তার (২/৫২) মোশাররফ আলী ফিরোজ (২/৫০) প্রমুখ। অনুষ্ঠানে নব দম্পতির জন্যে সুখী দাম্পত্য জীবন কামনা করা হয়।

৩য় ব্যাচ

x মনিরুল (৩/৯৬) সৌদি আরবের দাহারান বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। আগামী ১৪ই জুন দেশে ফিরবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

x মাসুম (৩/) ভাবীর কিছুদিন আগে অপারেশন হয়েছে, বর্তমানে সুস্থ।

x জাহিদ (৩/৮১) শ্বশুরের সফল চোখ অপারেশনের পর সম্প্রতি আজমীর শরীফ ঘুরে এসেছেন।

৪র্থ ব্যাচ

x আহসান হাবিব (৪/১৪১) সম্পতি কৃতিত্বের সাথে এফ·সি·পি·এস পাশ করেছেন।

x আমিনুল করিম (৪/১৪৯) সম্প্রতি লেঃ কর্নেল পদে উন্নীত হয়েছেন। তিনি হচ্ছেন অরকা'র তৃতীয় সদস্য যিনি লেঃ কর্নেল পদে উন্নীত হলেন। এ বিশেষ কৃতিত্বের জন্যে অরকার পক্ষ থেকে বিশেষ অভিনন্দন জানানো হচ্ছে।

x ফেরদৌস (৪/১৪৮) সকলের অজান্তে বিয়ের কাজ সেরেছেন। দিনকাল ভালই যাচ্ছে।

x জাকির হোসেন (৪/১৭৫) বর্তমানে চট্টগ্রামস্থ ন্যাশলাল ল্যাবরেটারীজের রিজিওন্যাল ম্যানেজার পদেকর্মরত।

x সুশিম দেওয়ান (৪/১৬৪) কিউবা থেকে দেশে ফিরে বিয়ে করেছেন এবং সেই সঙ্গে এক কন্যার বাবা হয়েছেন। পাহাড়তলীতে রেলওয়ের ওয়ার্কস ম্যানেজার পদে কর্মরত। ভাবী বিয়ের আগে জসীম (৯/৪৬১) এর পেন ফ্রেন্ড ছিলেন।

x সাদেক (৪/১৮৪) উত্তর জোন স্কলার শীপ ফান্ডে, মাসিক ৫০০ টাকা করে দিচ্ছেন। তার এ মহৎ উদ্যেগ সম্পর্কে মাওলা (২/৫৮)'র উক্তি--"হি ইজ ডোনেটিং হিজ ব্লাড, নট মানি।"

৫ম ব্যাচ

x আখতার (৫/২৫৬) এককালের সক্রিয় অরকা কর্মকর্তা গত মার্চে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। বিবাহ অনুষ্ঠানে ঢাকাস্থ তার ব্যাচমেটরা প্রায় সবাই উপস্থিত ছিলেন।

x মেজর সাখাওয়াৎ (৫/২৪৪) সম্প্রতি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টেযোগদিয়েছেন।

x মেজর মামুনুর রশীদ (৫/২০৭) বর্তমানে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে রয়েছেন। সম্প্রতি কৃতিত্বের সাথে এম, আর, সি, পি পাশ করেছেন।

৬ষ্ঠ ব্যাচ

x ডাঃ আনিস (৬/৩০৫) অরকার প্রাক্তন যুগ্নসচিব সম্প্রতি ইরান থেকে দেশে এসেছিলেন। দেশে অবস্থান কালে ব্যাচমেটদের নিয়ে পিকনিকে হাজির হয়েছিলেন।

x এনাম (৬/২৭১) আমেরিকা থেকে দেশে এসেছিলেন বউকে নিয়ে যেতে। ৪র্থ বারের মত ব্যর্থ হয়ে আবার আমরিকা ফিরে গেছেন।

x অপু (৬/৩১২) বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়ায় অবস্থান করছেন।

x মেজর হাফিজ (৬/৩০৪) স্টাফ কলেজের অভিষেকে সস্ত্রীক নেচে ব্যাচমেটদের অবাক করে দিয়েছেন। খবরঃ- বিশ্বস্থ সূত্র। উল্লেখ্য মেজর জহর (৬/২৭৪)ও মেজর হাফিজ (৬/৩০৪) সম্প্রতি স্টাফ কলেজ পাস করেছেন।

x আজিম (৬/৩১৭) কিছুদিন আগে দেশ থেকে বেড়িয়ে গেছেন। বর্তমানে আমেরিকায় অবস্থান করছেন।

৭ম ব্যাচ

x মাহমুদ (৭/৩৭১) সুদীর্ঘ নয় বছর পর কিছুদিন আগে আমেরিকা থেকে পত্নী 'প্যাটি' কে সাথে নিয়ে দেশে এসেছিলেন। তাদের সম্মানে 'কেতাব আলী যায়'--খ্যাত টিউলিপ (৭/৩৩৪) এক পার্টির আয়োজন করেন। এ পার্টিতে ৭ম ব্যাচের ঢাকাস্থ সদস্যরা সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন।

x জাহাঙ্গীর (৭/) অরকার প্রাক্তন জনসংযোগ সম্পাদক সম্প্রতি এক পুত্র সন্তান লাভ করেছেন এবং বি·এ তে কৃতিত্বপূর্ণ রেজাল্ট করেছেন। অরকা'র পক্ষ থেকে বিশেষ অভিনন্দন।

x মেজর তাইফুল (৭/৩৩২) এবং মেজর ফজলুর রহমান (৭/৩৬২) সম্প্রতি স্টাফ কোর্স এর জন্যে নির্বাচিত হয়েছেন এবং ইতিমধ্যেই মীরপুর কমান্ড এবং স্টাফ কলেজে যোগ দিয়েছেন। আমরা তাদের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনাকরছি।

৮ম ব্যাচ

x মুজিব উদ্দিন (৮/৪৩০) গত ফেব্রুয়ারীতে দ্বিতীয় কন্যা সন্তান লাভ করেছেন। নাম জানা যায়নি।

x মেজর হাবিব রইসউদ্দিন (৮/৪২৮) সম্প্রতি পিলখানাস্থ বি·ডি· আর সদর দপ্তরে যোগ দিয়েছেন।

x মুকুল (৮/৩৯০) আগামী এপ্রিলের ১ম সপ্তাহে তার নিজ বাসায় ৮ম ব্যাচের গেট টুগেদারের ব্যবস্থা করেছেন। ব্যাচের সকলকে তার সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

৯ম ব্যাচ

x জুলফিকার (৯/৪৮২) সম্প্রতি বিয়ে করেছেন ব্যাচমেটদেরনাজানিয়েই।

x আলী কায়সার (৯/৪৪৫) এ পর্যন্ত বিয়ে করতে পারেননি, তবে খুব চেষ্টায় আছেন।

x হাবিব (৯/৪৭৫) বিয়ে করে বেশ আনন্দে আছেন।

x মেজর বাদশা (৯/৪৪৭) সম্প্রতি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধহয়েছেন।

x আলমগীর (৯/৪৯১) বিয়ের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের প্রেমেরইতিটেনেছেন।

১০ম ব্যাচ

x সোহেল মুসা(১০/) এফ, সি, পি, এস-প্রথম পর্ব এবং এফ আর সি এস-- প্রথম পর্ব শেষ করেছেন। জ্যাক এর অভাবে ঢাকায় পোষ্টিং না পাওয়ায় অচিরেই দেশত্যাগী হচ্ছেন।

x রানা (১০/) এম আর সি পি ১ম পর্ব এবং পি এল এ বি পাশ করেছেন। বর্তমানে লন্ডনে চাকুরীতে। বউ সন্তান সম্ভাবা। আনন্দ সংবাদকামনাকরছি।

x কোহেল (১০/৫৪০) সম্প্রতি জাপান থেকে দেশে ফিরলেও তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ১০ম ব্যাচের সবাই তাকে ঢাকার অলি-গলিতে খুঁজেবেড়াচ্ছেন।

x শামিম (১০/) ইরান যাবার আগে বিয়ে করে যেতে ভুলেননি।

x নীলু (১০/৫৫৩) গত ২০শে ফেব্রুয়ারী পুত্র সন্তানের বাবা হয়েছেন। ছেলে এবং বাবা দুজনেই সুস্থআছেন।

১১শ ব্যাচ

x সাইদ (১১/৬২৫) গত ৫ই জানুয়ারী বিবাহ বন্ধনেআবদ্ধহয়েছেন।

x আলমগীর (১১/৬৪০) সম্প্রতি বিয়ে করেছেন।

x মেজর ইমরোজ (১১/৬২৯) গত ২০ শে জানুয়ারী পুত্র সন্তান লাভ করেছেন। মিষ্টিমুখের অপেক্ষায়রইলাম।

x বাবলু (১১/৬৪০) গত ডিসেম্বর মাসে উচ্চ শিক্ষার্থেঅষ্ট্রেলিয়া গেছেন।

x মাসুদ (১১/৬২০) রুশ কন্যাকে বিয়ে করে বেশরঙেআছেন।

x মেজর মীর্জা (১১/৬০৯) সম্প্রতি এক কন্যা সন্তান লাভ করেছেন। গার্লস ক্যাডেট কলেজে দেবারইচ্ছাআছে!

x জুনায়েদ (১১/৬২৭) সম্প্রতি অফিসিয়াল ট্রেনিং-এ ব্যাংকক, হংকং ও ম্যানিলা থেকে ঘুরে এসেছেন। বর্তমানে তিনি বি,সি, সি,আই ব্যাংকেকর্মরত।

১২শ ব্যাচ

x রুমি (১২/৬৫০) আই,পি,জি, এম, আর এর নিউক্লিয়ার মেডিসিন বিভাগে ডাক্তার হিসেবে যোগদিয়েছেন।

x মিলন (১২/৬৭৫) আর্মি মেডিকেল কোরে যোগদিচ্ছেন।

x মোজাফফর (১২/৬৭১) বাংলাদেশে বৌ এর ব্যবস্থা না হওয়ায় বৌ পাবার আশায় রাশিয়া ফিরে যাচ্ছেন। অনেকটা হতাশাগ্রস্থ বলা যায়।

১৩শ ব্যাচ

x কাদের (১৩/৭১৫) এর আব্বা গুরুতর অসুস্থ। আমরা তার আশু রোগ মুক্তি কামনা করছি।

x কামাল (১৩/৭১৭) উচ্চ শিক্ষার্থে দীর্ঘদিনের জন্য আগামী ১লা এপ্রিল জাপান যাচ্ছেন। সদ্য বিবাহিত স্ত্রীকে ছেড়ে যেতে জীবন কষ্ঠ হচ্ছে।

x সেতার ১৩/৬৯৮) তুরস্কে পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং এ মাষ্টার্স করছেন।

x মেজর বাকি (১৩/৭২৪) র নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দল নেপালের 'ত্রিভুবন কাপ' জয় করেছে। এ কৃতিত্বের জন্য অরকার পক্ষ থেকে বিশেষ অভিনন্দন।

১৪শ ব্যাচ

x চেঙ্গিস (১৪/৭৯০) প্রথম চান্সেই কৃতিত্বের সাথে আয়ারল্যান্ড থেকে মেরিন বিষয়ক কোর্স করেফিরেছেন।

x ক্যাপ্টেন হেলাল (বোমা) (১৪/৭৮২) সম্প্রতি পিলখানাস্থ বি·ডি·আর সদর দপ্তরে যোগ দিয়েছেন।

x অপু (১৪/ ৭৬৫) তুরস্কে প্রেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং এ মাষ্টার্স করেছেন।

x মাসুদ (১৪/৭৫৫) সম্প্রতি এম,বি,এ-তে কৃতিত্বপূর্ণ রেজাল্ট করেছেন। অরকা'র পক্ষ থেকে বিশেষ অভিনন্দন।

x মোস্তাক জামাল (১৪/৭৬৬) রজত জয়ন্তী ফান্ডে দানকারী ১ম সদস্য হবার গৌরব অর্জন করেছেন!

১৫ শ ব্যাচ

x জাহিদ (১৫/৮১৬) সম্প্রতি এক শিশু সাহিত্য প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট থেকে পুরস্কার গ্রহন করেছেন। এ কৃতিত্বের জন্য অরকার পক্ষ থেকে বিশেষ অভিনন্দন রইল।

x লেঃ মেসবাহ (১৫/৮৬৩) পশ্চিম জার্মানীতে বিশেষ নেভাল ট্রেনীং এ সর্বোচ্চ স্কোর করে বাংলাদেশের জন্য এক দূর্লভ সম্মান বয়ে এনেছেন। তার এ বিশেষ কৃতিত্বে অরকা গর্বিত। বিশেষ অভিনন্দন রইল।

x তুহিন (১৫/৮১৭) সম্প্রতি আই, বি, এ-তে চান্স পেয়েছেন এবং ইতিমধ্যেই B.Sc ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করেছেন।

x জয় (১৫/৮৫১) প্রেম সংক্রান্ত জটিলতায় ভুগছেন। নিয়মিত আড়ং--এ যাতায়াত করছেন।

১৬শ ব্যাচ

x জাব্বার(১৬/৮৬৬) খাঁটি হেয়ার লিনিমেন্ট --১০১(টাকের মহৌষধ) এর খোঁজে ব্যাস্ত। বুয়েট শিক্ষক হবার স্পষ্ট আলামত।

x সোহেল (১৬/৮৭৮) রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে যুগলদের তালিকাভূক্ত হয়ে কলেজ যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ঘটনা ফ্যাক্টের দিকে মোড় নিচ্ছে!

x সোহেল(১৬/৮৮৬) কলেজের পুরোনো অভ্যাস ছাড়তে পারেননি। খোদ রাশিয়াতে যেয়েও ইন্ডিয়ানদের সাথে মারামারি করেছেন।

x মিনকো (১৬/৮৯৩) পবিত্র শবে-বরাতে একটি মাত্র প্রার্থনা করেছেন। তাকে পাবার.....।

x পুলক(১৬/৮৯৬) চট্টগ্রাম থেকে একটি হাতী কিনে এনেছেন। বর্তমানে হাতিটি কোথায় তা জানা যায় নি। সম্ভবতঃ ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে।

x পিন্টু (১৬/৮৯৯) চট্টগ্রামের অলি-গলি তার নখ দর্পনে। "নিউ হারবার এন্ড নিউ লাইফ" --নীতিতেবিশ্বাসী।

x রকি(১৬/৮৮৫) বর্তমানে জহুর ঘাটির হেলিকপ্টার সেকশনে। সময় পেলেই গার্লস কলেজ গুলোর উপর দিয়ে উড়ে যান।

x কাজল(১৬/৯০৭) গার্লস ক্যাডেটের ফাঁদে পড়েছেন। স্কোয়াড্রন লীডার আলমগীর(৯/৪৯১) এর ভাইরা হতে যাচ্ছেন।

x ইকবাল(১৬/৮৯২) উচ্চতা কিছুটা(১/২") কমে যাওয়ায় বেশ চিন্তিত। বড় চিন্তার বিষয়!

১৭শ ব্যাচ

x সাব লেঃ আজীম (১৭/৯৫৬) বর্তমানে মালয়েশিয়ায়ট্রেনিংরত।

x সাব লেঃ আসিফ (১৭/৯৩৯) বর্তমানে পশ্চিম জার্মানীতেট্রেনিংরত।

x লেঃ দস্তগীর(১৭/৯৬০) চট্টগ্রাম শহরে আসতে ভয় পাচ্ছেন। যম(১৬/৮৯৯) রয়েছেন কি-না।

১৮শ ব্যাচ

x আসাদ (১৮/৯৭৮) বর্তমানে একটি কম্পিউটার ফার্মে চাকুরী করছেন। বেতন ৪,৪৪৯·৫০ টাকা।

১৯শ ব্যাচ

x শ্যামল(১৯/১০২৫) জাপান সরকারেরর 'মনোবস্' আন্ডার গ্রাজুয়েট বৃত্তি নিয়ে আগামী ১লা এপ্রিল টোকিওর উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করছেন। আমরা তার সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করছি।

x সাদ(১৯/১০৩৪) ও 'মনোবস্' আন্ডার গ্রাজুয়েট বৃত্তি নিয়ে একই সাথে টোকিওর উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করছেন। আমরা তারও সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করছি।

x দুলাল (১৯/১০৩৩) পাকিস্তান সরকারের অধীনে আন্ডার গ্রাজুয়েট বৃত্তি নিয়ে ইসলামাবাদ যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ইসলামাবাদে দিনগুলির সফলতা কামনা করছি।

x ফয়সাল (১৯/১০৫০)--সুইটি(গার্লস ক্যাডেট) জুটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। মাধ্যম --'কম্পাস' কোচিং সেন্টার।

২০শ ব্যাচ

x জেনিফ (২০/)বর্তমানে স্বপরিবারে নয়া দিল্লীতে অবস্থান করছেন। তার আব্বা সেখানকার বাংলাদেশের দুতাবাসের প্রথম সচিব। এখানে আরেক জন অরকা সদস্য তৌহিদ (৪/১৪৪) আছেন। আশা করি সাক্ষাৎ হয়েছে।

x কিটো (২০/১০৯৩) আগামী সেশনে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে জি·ডি·পি হিসেবে যোগদিচ্ছেন।

x সাকলাইল(২০/১০৭৫) সূর্যোদয়ের দেশ জাপান পাড়ি দেবার চিন্তা ভাবনা করছেন।

অরকা তমিজউদ্দীন বৃত্তি '৯০

বিশিষ্ঠ শিল্পপতি এবং তমিজউদ্দীন টেক্সটাইল মিলস লিঃ এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব শাহাবুদ্দিন আহমেদ তার পিতামহ মরহুম তমিজউদ্দীনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ প্রতিবছর অরকার ৫জন গরীব অথচ মেধাবী সদস্যকে মাসিক ৫০০ টাকা করে বৃত্তি দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এবং ইতিমধ্যেই ৯০ সালের জন্যে ১০ হাজার টাকার একটি চেক অরকা

মহাসচিব আঃফম খুরশীদ (২/ ৫১) এর হাতে প্রদান করেছেন। যা "অরকা তমিজউদ্দীন বৃত্তি" নামে পরিচিত। অরকা'র গরীব ও মেধাবী সদস্যদের জন্য এ অর্থ সংগ্রহ করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করার জন্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ আহসানুল কবীর(২/৩৬) কে অরকার পক্ষ থেকে বিশেষ অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানানো হচ্ছে। সর্বোপরি এ মহৎ উদ্দ্যেগের জন্যে অরকা জনাব শাহাবুদ্দীন আহমেদের নিকট বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। আমরা তার পিতামহের আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং তার ও পরিবারের সকল সদস্যদের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করছি। নিম্নে অরকা বৃত্তি কমিটি কর্তৃক অরকা তমিজউদ্দীন বৃত্তি '৯০ এর জন্যে নির্বাচিত সদস্যদের ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম দেয়া হলঃ

রুহুল আমিন(১৫/৮৩২) ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ।

সহিদুল ইসলাম (১৫/৮৫৩) ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ।

গোলজার হোসেন (১৭/৯৫৮) রসায়ন বিভাগ, ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়।

আবুল কালাম আজাদ (১৮/১০১০) গণিত বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়।

হাসানুজ্জামান (১৯/১০৬৫) প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।

উল্লেখ্য জনাব শাহাবুদ্দিন অরকা সদস্য সাইফুল (৩/ ১৪৪) এর ভাইরা।

ক্যাম্পাস সংবাদ

প্রতিবেদকঃ– মশিউর (দশম), খালিদ(দশম)

গত ডিসেম্বর থেকে মার্চ '৯০ পর্যন্ত রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের বিভিন্ন আন্তঃ হাউজ প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ফলাফল নিম্নে দেয়া হল।

এ্যাথলেটিস '৮৯

১ম --কাসিম হাউজ
২য় --তারিক হাউজ
৩য় --খালিদ হাউজ

এ্যাকাডেমিক্স '৮৯

চ্যাম্পিয়ন--কাসিম হাউজ

সি.এম.সি '৮৯

চ্যাম্পিয়ন --কাসিম হাউজ

ওভার অল '৮৯

চ্যাম্পিয়ন --কাসিম হাউজ

বাগান প্রতিযোগিতা '৯০

১ম --তারিক হাউজ
২য় --খালিদ হাউজ
৩য় --কাসিম হাউজ

ক্রিকেট '৯০

১ম --কাসিম হাউজ
২য় --তারিক হাউজ
৩য় --খালিদ হাউজ

হকি '৯০

১ম --কাসিম হাউজ
২য় --খালিদ হাউজ
৩য় --তারিক হাউজ

প্রতিবন্ধক প্রতিযোগিতা (১৪ই ফেব্রুয়ারী)

দ্বাদশ শ্রেণীর মামুন ১মি'১৫ সে· সময় নিয়ে নতুন কলেজ রেকর্ড করেছেন।

নুতন সংযোজনঃ

x খেলাধুলা ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে সার্টিফিকেট দেয়াশুরুহয়েছে।

x প্রতি টার্মে একটি ডিসিপ্লিন সপ্তাহ। শ্রেষ্ঠ দুজনকে পুরষ্কার প্রদান করা হবে

x আন্তঃ হাউজ এ্যাথলেটিকসে ৫টি ইভেন্টে প্রথম হয়ে আরিফ(১৫/৮৪০) এর রেকর্ড স্পর্শ করেছেন দ্বাদশ শ্রেণীর ক্যাডেট ইসলাম। অরকার পক্ষ থেকে বিশেষ অভিনন্দন।

১১ই ফেব্রুয়ারী পালিতঃ

যথাযোগ্য মর্যাদায় রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী (২৪তম) '১১ই ফেব্রুয়ারী' পালিত হয়। দিনের উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে ছিল বিকেলে অরকা উত্তর জোন এবং রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের মধ্যে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ। এতে অরকা উত্তর জোন ১–০ গোলে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় অরকা উত্তর জোন এবং বর্তমান ক্যাডেটদের মিলিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে অরকা সদস্য ওয়াহিদ (১৮/ঘটাং) এর একক অভিনয় দর্শকদের যথেষ্ঠ আনন্দ দেয়। সবশেষে নৈশ ভোজের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানমালা শেষ হয়।

শোক সংবাদ

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, দশম শ্রেণীর ক্যাডেট ফররুখ এর আম্মা এবং আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব এ·টি·এম নজরুল ইসলাম এর পত্নী গত কয়েকদিন আগে অসুস্থতাজনিত কারণে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহে ---রাজেউন)। আমরা তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং তার শোক তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে অরকার সকল সদস্যদের তার আত্মার মাগফেরাত এর জন্য দোয়া করার অনুরোধজানাচ্ছি।

অরকা ডাইরেক্টরী

রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের আসন্ন রজত জয়ন্তী উপলক্ষে অরকা একটি 'অরকা ডাইরেক্টরী' প্রকাশ করতে যাচ্ছে। যেখানে রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ থেকে বেরিয়ে আসা সকল ব্যাচের সদস্যদের ছবি সহ নাম, স্থায়ী ঠিকানা, পেশা সহ রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের সকল প্রিন্সিপাল, ভাইস প্রিন্সিপাল, এ্যাডজুটেন্ট ও শিক্ষকদের স্থায়ী ঠিকানা বর্তমান ঠিকানা ও অবস্থান লিখা থাকবে। যেটা কিনা অরকার একটি মূল্যবান ইতিহাস হিসেবে কাজ করবে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি এক্স ক্যাডেটস এসোসিয়েশস তা প্রকাশ করে ফেলেছে। কিন্তু এটা একটি অত্যন্ত কঠিন কাজ। উপরে উল্লেখিত সকলের সদ্ইচ্ছা ছাড়া এটাকে পূর্ণ রূপ দেয়া সম্ভব নয়। তাই সকল অরকা সদস্য, প্রাক্তন এবংবর্ত্তমান প্রিন্সিপাল, ভাইস প্রিন্সিপাল, এ্যাডজুটেন্ট ও শিক্ষক মন্ডলীদের আকুল আবেদন জানানো হচ্ছে তাদের এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি সহ নাম, স্থায়ী ঠিকানা, বর্তমান ঠিকানা, কর্মস্থল ও টেলিফোন নম্বর (যদি থাকে) নিম্ন ঠিকানায় পাঠানোর জন্যে। কেউ না পাঠালে তার জায়গা ফাঁকা রাখা হবে।

অরকা
২৫০, নিউ এলিফ্যান্ট রোড
ঢাকা—১২০৫
বাংলাদেশ

অরকা ব্লাড ডোনেশান ক্লাব এর বিশেষ সভা

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় অরকা অফিসে রক্তদান কর্মসূচীকে পূণরায় গতিশীল করার জন্য অরকা ব্লাড ডোনেশন ক্লাবের বিশেষ সভা অরকা মহাসচিব আ· ফ· ম· খুরশীদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে রক্তদান এর বিভিন্ন দিক এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে আর্তমানবতার সেবায় অরকা'র ভূমিকা কি হওয়া উচিত এ নিয়ে সদস্যদের মধ্যে খোলামেলা আলোচনা হয়। উপস্থিত সদস্যরা পূর্বের ন্যায় অরকার রক্তদান কর্মসূচীকে এগিয়ে নিয়ে যাবার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। সভায় অরকার সাংগঠনিক সম্পাদক রফিক(১৫/৮২৭) রক্তদান কর্মসূচীতে অরকার অতীত দিনের ঘটনাবলী তুলে ধরেন। সভায় যে সকল সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন, তারা হলেনঃ--মোকাদ্দেম(১৩/৭১১) স্বপন(১৬/৯০৪) সোহেল (১৬/৮৭৮) মাসুদ (১৬/৮৭৫) হেদায়েতুল্লাহ (২/১৩৮), সুফিউর(১৩/৭০৬) রুহুল (১৫/১১২৩) শহীদ (১৮/১০২০), জামান (১৯/১০৫২) সিরাজুল (১৮/৯৮৮) নাভিদ (২০/১১২১) আশরাফুল্লাহ (২০/১১২৩) তারিক (১৯/১০৪০) গুড্ডু (২০/১১২২) কিটো (২০/১০৯৩) শওকত (২০/১১১৩) মিলন (১৮/১০১৪)।

দৃষ্টি আকর্ষন ঃ

এতদ্বারা অরকা'র সকল শাখাকে তাদের বিভিন্ন কর্মকান্ডের খবরাদি (ছবিসহ) পাঠানোর অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। পরীক্ষামূলক ভাবে এবারের সংখ্যায় ছবি সংযোজন করা হল। আগামীতে 'সচিত্র স্প্যান' বের হবে আশা রাখি। সামনে সংখ্যাগুলির প্রকাশকাল যথাক্রমে জুন, সেপ্টেম্বর, ডিসেম্বর এর শেষার্ধ। তাই এ সময়ের মধ্যে তাদের খবরাদি পাঠানোর জন্য আবারও অনুরোধ জানানো হচ্ছে--সম্পাদক।

We Work For
Quality Construction

JOINT VENTURE ENGINEERS LTD.
272, ELEPHANT ROAD (2ND FLOOR) DHAKA-1205
PHONE : 50 83 78, 50 96 76

BOOK POST

FROM

orca,
250, NEW ELEPHANT ROAD
DHAKA—1205
BANGLADESH

TO